দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 27 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ভাণ্ডারিয়ায় ৪৯ প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য

পিরোজপুর প্রতিনিধি ●

পিরোজপুরের ভাণ্ডারিয়া উপজেলার ৪৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিন প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। এতে বিদ্যালয়গুলোর পাঠদানসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গত ২-৩ বছর ধরেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। এ ছাড়াও উপজেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদও শূন্য রয়েছে বলে উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, উপজেলার ১টি পৌরসভা ও ৬ ইউনিয়নে মোট ১৬১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে ৪৯টি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকসহ ৬৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য আছে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকদেরই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। তবে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকরা দাপ্তরিক কাজ নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদানে অন্য শিক্ষকদের একাধিক বিষয় পাঠদান করাতে হচ্ছে। উপজেলার তেলিখালী ইউনিয়নে ৩৩নং দক্ষিণ জুনিয়া কাজির কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৯৫নং পূর্ব মাটিভাঙ্গা স. প্রা. বি., নতুন নলবুলিয়া স. প্রা. বি., ৯৬নং ভোজের কাটাখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। অন্যদিকে ১নং ভিটাবাড়ীয়া-২ স. প্রা. বি., ৫নং মধ্য ভিটাবাড়িয়া স. প্রা. বি., ৯নং ভিটাবাড়ী বোর্ড স. প্রা. বি., ২২নং দঃ হেতালিয়া স. প্রা. বি., ২৩নং পশ্চিম হেতালিয়া স. প্রা. বি., ২৭নং নিশান ঘাটা স. প্রা. বি., ৩২নং হরণিপালা-২ স. প্রা. বি., ৩৫নং গোলবুনিয়া স. প্রা. বি., ৩৬নং দক্ষিণ ইকড়ি স. প্রা. বি., ৩৭নং পশ্চিম সিংখালি স. প্রা. বি., ৩৯নং সিংখালী স. প্রা. বি., ৫৯ ধাওয়া জি.আর.কে স. প্রা. বি., ৯৪নং মোসলেম মাটিভাংগা স. প্রা. বি. বিদ্যালয়ে ২ জন করে শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। কোনো কারণে এ সকল বিদ্যালয়ের ১ জন শিক্ষক অসুস্থ বা ছুটিতে থাকলে বিদ্যালয়ের ঘণ্টাসহ সকল কাজই করতে হয় ১ জন শিক্ষকের। এতে বিদ্যালয়ের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া ব্যাহত হয়।